যুগান্তর

যুগান্তর

তারিখ 15 FEB 2009
পৃ ২ ক ৭

www.jugantor.com

সরকারি বই ছাপানো হয়েছে নিউজপ্রিন্টে ● কোটি কোটি টাকার কাগজ চুরি ● প্রকাশক সমিতির নেতারা তোপের মুখে

সরকারি কাগজে ছাপা হয়েছে অবৈধ নোট ও কিন্ডারগার্টেনের বই

মুসতাক আহমদ

সরকারি কাগজে ছাপা হয়েছে বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও অবৈধ নোট, গাইড এবং তথাকথিত সহায়ক বই। আর সরকারি বই ছাপা হয়েছে নিউজপ্রিন্টের কাগজে। এই দু'ধরনের কাগজের বইয়েই এখন বাজার সয়লাব। ঢাকার বাইরে বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোরসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে ওইসব বই বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যভুক্তও করা হয়েছে। এর বিনিময়ে স্কুলে মোটা অংকের টাকা ডোনেশন দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যুগান্তরের হাতে আসা প্রমাণ অনুযায়ী এ পর্যন্ত একজনমাত্র প্রকাশকের নামে খোলা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই অপকর্মটি করেছে। যুগান্তরের হাতে আসা প্রমাণ অনুযায়ী, সরকারি কর্ণফুলি কাগজের ছাপাকৃত আলোচিত বোর্ড বইয়ের নায়ক হাসান বুক ডিপোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'হাসান ব্রাদার্স প্রকাশিত দ্বিতীয় শ্রেণীর 'চিলড্রেন ফাংশনাল ইংলিশ', জননী পাবলিকেশনের 'জননী চিলড্রেন কনভারসেশন-৩', সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিংয়ের পঞ্চম শ্রেণীর 'সোনামণিদের সাধারণ জ্ঞান-৪', মালিহা বুকস এন্ড বুকস পরিবেশিত 'প্রাথমিক বৃত্তি বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা', অনন্যা বুকস এন্ড বুকস পরিবেশিত 'জানতে হবে শিখতে হবে—', হাসান বুক ডিপো প্রকাশিত বই : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

বই : কিন্ডারগার্টেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'বেবি অ্যাকটিভ ইংলিশ বুক-৪' এবং বুকম্যান প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্সের 'সোনামণিদের প্রাথমিক বৃত্তি বাংলা ব্যাকরণ ও রচনাসহ অর্ধশতাধিক বই রয়েছে বাজারে। এসব বই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশির ভাগ বইয়ের দোকানে মিলছে। সূত্র জানায়, খুলনা মহানগরীর সোনামণি বিদ্যালয়, আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন স্কুল, হলি চাইল্ড কিন্ডারগার্টেন, উদয়ন পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচআরএইচ প্রিন্স আগাখান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রূপসা উপজেলা কাজদিয়া মুনছুর স্মৃতি কিন্ডারগার্টেনসহ ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এসব বই ও সহায়ক বই পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। আর বোর্ড বইয়ের কাগজেই উল্লিখিত বই ছাপানোর কারণে দাম রাখা হচ্ছে আকাশচুম্বী। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যে ফর্মার একটি বোর্ড বইয়ের দাম ১৬ টাকা, হাসান বুক ডিপোর সেই বইয়ের দাম ১০৩ টাকা। এভাবেই বোর্ড বইয়ের কাগজ লোপাট হয়েছে। সূত্র জানায়, শুধু কিন্ডারগার্টেন আর সহায়ক বই-ই নয়, সরকারি কাগজে অনেক সৃজনশীল বইও প্রকাশিত হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. মছিরউদ্দিন জানান, সরকারি কাগজ চেনার উপায় হল তাতে জলছাপে প্রতিষ্ঠানের নাম ও মনোগ্রাম থাকে। তাদের কাগজে এনসিটিবির নাম এবং মনোগ্রাম রয়েছে। তিনি বলেন, এনসিটিবির কাগজ চুরি হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে দাম। বাজারে যে কাগজের বর্তমান দাম রিমপ্রতি ১ হাজার ৪৪০ টাকা সরকার তা দেয় ৬৬৫ টাকায়। বিপরীত দিকে ওই কাগজে বই ছেপে বিক্রি করলে তাদের ৩৩ ভাগ লাভ দেয়া হয়। এ অবস্থায় শুধু কাগজ বিক্রি করে দিলেই বিনিয়োগের শতভাগের বেশি লাভ হয়। অসাধু প্রকাশকরা সেই কাজটিই করেছেন।

হাসান বুক ডিপোর মালিক আবুল কালাম সরকার স্বপন যুগান্তরকে জানান, তিনি অবৈধ নোট-গাইড ও সহায়ক বই প্রকাশক করেছেন। তবে কাগজ লোপাটের ঘটনা সত্য নয়। পাঠ্যবইয়ের সংকটের কারণ হচ্ছে এনসিটিবিই প্রয়োজনীয় বইয়ের কার্যাদেশ দেয়নি। তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অধিকাংশ কাজের আদেশ নেয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, গতবছরও (২০০৮ সালে) তিনি এরকম কাজ নিয়েছিলেন এবং সুনামের সঙ্গে কাজ সমাধা করেছেন।

প্রকাশক সমিতির বর্ধিত সভা

প্রকাশক সমিতির সভা শনিবার বেলা ১১টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুরু হয় দুপুর ১২টায়। কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু তাহেরের সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় সভা। এরপর সারাদেশের পরিচালকদের আহ্বান করা হয় বক্তব্যের জন্য। এ প্রতিনিধি ওই সভায় কিছুক্ষণের জন্য বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। বক্তব্যের শুরুর দিকে বাগেরহাট, মাগুরা, কুমিল্লা, জামালপুর প্রতিনিধি এবং ঢাকার বাংলাবাজারের ব্যবসায়ী (পরিচালক) আবদুর রাজ্জাক বক্তৃতা করেন। এতে আবদুর রাজ্জাক বলেন, বইয়ের মালিক এনসিটিবি, প্রকাশকরা নন। কিন্তু বইয়ের সংকটের দায়ভার নিতে হচ্ছে তাদের। তিনি এর প্রতিকার চান। বাগেরহাট প্রতিনিধি বলেন, নোট-গাইড সব সমস্যার মূল। তারা এটা ছাপতে চান না। কিন্তু অনেকে নিষেধাজ্ঞা ও সরকারি আইন না মেনে অষ্টম শ্রেণীর পর্যন্ত নোট-গাইড ছাপছেন। এগুলো বিক্রি করতে গিয়ে একদিকে প্রশাসনের হয়রানি হতে হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় নানা চাপও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, তার সভাপতি (স্থানীয়) সৎ মানুষ। তারা এসব অবৈধ-অনৈতিক কাজ করতে আগ্রহী নন। কুমিল্লা, জামালপুর এবং সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি বলেন, তারা নোট ও গাইড বই বিক্রিতে আগ্রহী নন। ছাপতেও চান না। এভাবে বক্তব্যের রেশ ধরে সভাটি আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয়। এক পর্যায়ে তা হৈচৈয়ে রূপান্তরিত হয়। তারা বলেন, এনসিটিবির হিসাবে ভুল রয়েছে সত্য, তা বেশি নয়। কিন্তু বই সংকটের পেছনে হাতেগোনা ৭/৮ ব্যক্তি রয়েছে। শাস্তি বা হয়রানি তাদের প্রাপ্য। কিন্তু সারাদেশের প্রকাশক ও পরিবেশকরা কেন ভোগান্তিতে পড়বে। একজন সদস্য দাঁড়িয়ে বলেন, কোন সমিতি নেই। এ অবস্থায় সমিতি থাকতে পারে না। এ সময় একজন প্রকাশক মাফিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তারা সাত ভাই মিলে গোটা ব্যবসার ৪০ ভাগ নিয়েছে। আর ভোগান্তি সবার মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থার উত্তরণ দাবি করেন তারা।

সভায় সভাপতি আবু তাহেরসহ শীর্ষ নেতারা তৃণমূল নেতাদের তোপের মুখে পড়েন। নাম প্রকাশ না করে একাধিক প্রকাশক ও পরিবেশক জানিয়েছেন, পাঠ্যবই সিন্ডিকেট ও কাগজ লোপাটকারী, সরকারি আইন অনুযায়ী কমিশন না দেয়ার নায়ক এবং নিউজপ্রিন্টে বই প্রকাশকারীদের রক্ষার লক্ষ্যেই মূলত সভাটি ডাকা হয়েছে। কিন্তু তারা তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত সমিতির সভায় দুপুরে অনুষ্ঠিত রুদ্ধদ্বার বৈঠকটি তুমুল বাকবিতণ্ডা আর হৈচৈয়ের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। এতে তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বই সিন্ডিকেট, সংকট, অবৈধ নোট-গাইড প্রকাশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন এবং কৈফিয়ত চান। জবাবে সমিতির সভাপতি আবু তাহেরের 'কমন' বক্তব্য ছিল, 'আপনারা ইউনাইটেড (ঐক্য) থাকলে বিপদ মোকাবেলা সম্ভব হবে।' কিন্তু তৃণমূল প্রকাশকদের বক্তব্য ছিল, তারা অবৈধ, অনৈতিক ও অন্যায় কাজের সঙ্গে থাকবেন না। এ সময় অনেকে হয়রানির ক্ষতিপূরণও দাবি করেন। ওই সূত্র জানায়, আজ সন্ধ্যায় নির্ধারিত টাস্কফোর্সের সভায় হয়তো সভার কিছু সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারেন শীর্ষ নেতারা।

এনসিটিবির টিম সরেজমিন

আর কতগুলো বই বাড়তি ছাপানোর দরকার— এই বিষয়টি নিরূপণের জন্য এনসিটিবির ৬টি টিম শুক্রবার দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে গেছে। শনিবার এ রিপোর্ট লেখাকালেও তারা বিভাগীয় শহরে অবস্থান করছিলেন। টাস্কফোর্সের এবং এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. সিরাজুল হক যুগান্তরকে জানান, টিমগুলো শনিবার রাতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে। আজ সরেজমিন স্টাডি রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ করার কথা রয়েছে। তিনি বলেন, বাজার স্টাডি, স্থানীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে চাহিদা ও সংকট নিরূপণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, ৭৫ লাখ বইয়ের মধ্যে মাত্র ৬৯ লাখ বই জমা পড়েছে। অথচ বৃহস্পতিবারই এসব বই দেয়ার কথা ছিল। খেলাপিদের তালিকা তৈরি হচ্ছে বলে জানান তিনি।